মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি. এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ;
- সাংবাদিক বন্ধুগণ;

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাতের জন্য শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় দানের জন্য আপনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ডিসিসিআই বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে দেশের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে ডিসিসিআই যৌথভাবে প্রতিবছর **"বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস"** পালন করে থাকে যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সর্ব সাধারণের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। চেম্বারের এসব কর্মকান্ড শিল্প উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগের পরিচয় বহন করে।

মাননীয় মন্ত্রী,

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিল্প খাতের উন্নয়ন অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। নতুন কর্মসংস্থান তৈরি ও দীর্ঘমেয়াদে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শিল্প খাতের উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে, জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে **জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান প্রায় ৩২ শতাংশ**। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ডাবল ডিজিটে নিয়ে যেতে হলে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বহুলাংশে বাড়াতে হবে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সরকার দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে **" শিল্পনীতি-২০১০" নামে একটি যুগোপযোগী শিল্পনীতি** ঘোষণা করেছে। এছাড়া ব্যবসা ও শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও নীতি যেমন, এসএমই নীতি কৌশল-২০০৫, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য আইন-২০১৩ ইত্যাদি প্রণয়ন ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধনের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যবসায় ও শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সম্প্রতি ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য আইন-২০১৩ পাশ করায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে শিল্প মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আমরা আশা করি এ আইনের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সে সাথে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন শিল্প ডিজাইন আইন, প্যাটেন্ট আইন সহ অন্যান্য খসড়া আইন ও নীতিসমূহ যাতে দ্রুত অনুমোদন করা সম্ভব হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অর্জন, ব্যবসায়িক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, অর্থনৈতিক ভিত্তি বৈচিত্রকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা সম্ভব। এ সকল লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিল্পনীতি-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই আমরা মনে করি এসব লক্ষ্য অর্জনে **"শিল্পনীতি ২০১০"** পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) বিকাশের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব। তাই এসএমই খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও প্রনোদনা প্রদান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় এসএমই খাতের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন, বিসিআইসি, বিসিক, বিএসটিআই, বিএসইসি, বিএবি, ডিপিডিটি ইত্যাদি এর সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।

মাননীয় মন্ত্রী,

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, প্রতিযোগিতা এবং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রয়াসে দেশের অর্থনীতি একটি স্থিতিশীল অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। দেশের উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প সহ সব ধরনের শিল্পের পরিবেশ-বান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সামনে যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে তা সঠিকভাবে কাজে

লাগানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। আমি এখন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পক্ষ হতে দেশের শিল্পোন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি ঃ

১। **দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ঃ**

শিল্পায়নের মূল চাবিকাঠি হলো **অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অবকাঠামো তৈরি**, এর ক্রমাগত মান উন্নয়ন এবং উন্নত সেবাপ্রাপ্তি। **আমরা মনে করি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন**। প্রান্তিক এলাকায় কৃষি নির্ভর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পাঞ্চল স্থাপন এবং বিদ্যমান ইপিজেডগুলোতে শিল্পায়নের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সহায়তা ও উৎসাহদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সাথে স্বল্পোন্নত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাজস্ব ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, সরকার ইতোমধ্যে ইকোনোমিক জোন আইন-২০১০ অনুমোদন করেছে। সরকার ইতোমধ্যে **৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল** স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে **(যথা মংলা, সিরাজগঞ্জ, আনোয়ারা, মিরের শরাই, মৌলভীবাজার)** এবং বেসরকারি খাতের দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বিনিয়োগে দৃঢ় আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে যা আমাদের অত্যন্ত আশান্বিত করেছে।

২। **এসএমই খাতের উন্নয়ন ঃ**

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সরকার দেশে ভারসাম্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে একটি মূলশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে যাতে করে বাজার-ভিত্তিক উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জগুলোকে সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই উন্নয়ন নীতকৌশল এর দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সময়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। **সরকারের আর্থিক যোগানের ক্ষেত্রে এসএমই রেটিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য সরকারী সহায়তা প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়।**

এসএমই খাত উন্নয়নে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে Need-based গবেষণা পরিচালনা করতে পারে। এসএমই-ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরুপণ করার লক্ষ্যে **একটি আদর্শ এসএমই শুমারী পরিচালনা করা একান্ত জরুরী**। বিদ্যমান ও সম্ভাব্য এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে তথ্য-পরামর্শ, দিক্-নির্দেশনা, ঋণ প্রবাহ, প্রযুক্তি জ্ঞান ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রভৃতি সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি এসএমই বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) শিল্প মন্ত্রণালয়কে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী। **প্রস্তাবিত নতুন এসএমই উন্নয়ন নীতিকৌশলে এসএমই ইনকিউবেশন সেন্টার ও উদ্ভাবন সেন্টার** স্থাপনের বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

৩। **জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অগ্রাধিকার ঃ**

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ এবং জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ক্রমঅগ্রসরমান। অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে ইতোমধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়েসহ বেশ কয়েকটি দেশে জাহাজ রপ্তানি করা হয়েছে। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় ১২৫ টি জাহাজ ভাঙ্গা ইয়ার্ড বছরে গড়ে ২০০ টির অধিক জাহাজ আমদানি, ভাঙ্গা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় লৌহজাত সামগ্রীর জোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জাহাজ বিভাজন ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা-২০১১ জারি করা হয়েছে, এজন্য ডিসিসিআই এর পক্ষ হতে সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০-এ জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গাকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ শিল্পে সরাসরি নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পে নিয়োজিত লোক সংখ্যা ২৪ লক্ষ। এ শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করছে, ধারণা করা হয় এ শিল্প আগামী এক দশকের মধ্যে তৃতীয় একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে পরিগনিত হবে। **ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মনে করে, এ শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে "জাহাজ নির্মাণ শিল্প নীতিমালা-২০১২" খসড়াটি দ্রুত পাশ করা দরকার।**

৪। **বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন ঃ**

দেশের সকল পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মাণসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত পরীক্ষাগার একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিএসটিআই। বিশ্বের অন্য কোন দেশে বিএসটিআই এর পরীক্ষামান স্বীকৃত না হওয়ায় বিএসটিআই কর্তৃক পরীক্ষিত পণ্য ফরেন এক্রেডিটেশন বডি এর দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ্য। **তাই এ সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়াকে আরো সহজতর ও স্বচ্ছ করার জন্য বিএসটিআই সহ বুয়েট, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ এটোমিক এনার্জি কমিশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবগুলোকে আরো শক্তিশালী করে তাদের সার্টিফিকেট ইস্যু করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।** সেই

সাথে বিএসটিআইকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে জোর আবেদন জানাচ্ছি। এছাড়া পণ্যের মান নির্ধারণের বিষয়ে ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে শিল্প মন্ত্রণালয়-এর কার্যকর ভূমিকা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয়কে ভারতীয় জাতীয় মান নির্ধারণী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, **বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএবি, ডিসিসিআই এবং বিল্ড যৌথভাবে "রপ্তানি উন্নয়নে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।**

৫। <u>এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক স্থাপন</u>:

সরকার ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল তথা এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট উৎপাদনের জন্য একটি পরিবেশ-বান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । ২০১০ সালে এটির কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও ২০১৫ সাল পর্যন্ত নতুন করে সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। **এ শিল্প পার্ক স্থাপিত হলে দেশের ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারী উদ্যোক্তারা অবকাঠামোগত সহায়তা পাবে এবং এতে বিদেশ নির্ভর কাঁচামাল উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের সক্ষমতা আরো বাড়বে।** ডিসিসিআই মনে করে সরকারের এ উদ্যোগ যথা সম্ভব দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৬। <u>শ্রমঘন শিল্প বিকাশ</u> ঃ

শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ ও পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থা, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য ডিসিসিআই এর পক্ষ হতে আপনাকে অনুরোধ করছি। **এ ক্ষেত্রে যারা শুল্ক-কর ও ব্যাংক ঋণ নিয়ম মাফিক পরিশোধ করেছেন এবং এর ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন তাদের অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে সহায়তার ব্যবস্থা করা হলে তারা উৎসাহিত হবেন এবং দেশের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।**

৭। <u>শিল্পায়নে গ্যাস ও ইউটিলিটির ভূমিকা বৃদ্ধি</u> ঃ

বর্তমান সরকারের ৬ষ্ট পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) ও রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে তথা শিল্পায়নে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিল্প কারখানায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও ইউটিলিটি সংযোগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এজন্য শিল্প কারখানায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস, বিদ্যুত ও ইউটিলিটি সংযোগ প্রদান করে সারা দেশে ব্যবসায়ীদের নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করে তোলার জন্য আপনার মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

৮। <u>দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা</u> ঃ

খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজ নির্মাণ, প্রকৌশল, ঔষধ, প্লাস্টিক, খেলনা, গৃহস্থালি সহায়ক সামগ্রী, আইটি ও আইটিইএস, চামড়া ও রাসায়নিক শিল্পের মতো সম্ভাবনাময় শিল্প চিহ্নিত করে আগ্রহী ও দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তাদের শুল্ক-কর ও আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা দানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষায় শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর যাতে কোনক্রমেই চূড়ান্ত পণ্যের ন্যায় ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ করা না হয় সে ব্যাপারে আরো যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।

৯। <u>শিল্পায়নে নতুন ও উদ্ভাবনী পণ্যের ব্যবহার</u> ঃ

শিল্পোন্নয়নে নতুন ও উদ্ভাবনী পণ্যের বিকাশ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র তৈরি পোষাক নির্ভর রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে ঝুঁকি রয়েছে তা লাঘব করার জন্য নতুন ও উদ্ভাবনী খাত খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য এবং ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবন রহস্য উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপরিশোধত বর্জ্য পরিবেশ দুষণের কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশ-বান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের প্রতি বিশ্ব সমাজের আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচলিত পাটজাত পণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি বহুমুখী পাটজাত পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নে এ শিল্পের বিকল্প ব্যবহারের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সব রকমের সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। ডিসিসিআই সম্ভাবনাময় এ শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং নীতি সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারকে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চায়।

১০। <u>মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ</u> ঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একটি জাতীয় অফিস হিসেবে এ সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হল নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industrial

Design নিবন্ধন, ট্রেডমার্কস এর স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন এবং নতুন নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহিত করা। ডিসিসিআই মনে করে Intellectual Property Rights (IPR) এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য **Intellectual Property Rights (IPR) নামক নতুন বিভাগ স্থাপনের** মাধ্যমে এ অধিদপ্তরসমূহকে এর আওতায় আনা যেতে পারে।

১১। <u>সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা ঃ</u>

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে হয়। ব্যাংকের উচ্চ সুদ হার এবং পণ্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, পণ্যের উৎপাদন খরচ এবং পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিদেশী পণ্যের সাথে আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের সক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

তাছাড়া, সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যবসায়ের ব্যয় বৃদ্ধির (Cost of Doing Business) ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ তে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, বিগত বৎসরে এ সময়ে যার পরিমান ছিল ৫.২৮%। এর ফলে কৃষি খাতের Supply Chain এর উপর সর্বাধিক impact হয়েছে, অন্যদিকে ব্যবসায় খাতে মন্দা দেখা দেয়ায় কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও অন্যান্য বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবিলম্বে **আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠান** প্রয়োজন যাতে উৎপাদন খরচ হ্রাস করার নিমিত্তে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা যায়।

১২। <u>Action Plan প্রণয়ন ঃ</u>

সাম্প্রতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক দিক বিবেচনায় ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে আলোচনার মাধ্যমে সরকার স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী একটি Comprehensive Action Plan তৈরী করতে পারে, যাতে ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরে আসে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আমরা এ ক্ষেত্রে সরকারকে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিতে চাই।

১৩। <u>"ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপনঃ</u>

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায়ী সমাজকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদানের জন্য "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই হেল্প ডেস্ক-এর মাধ্যমে আরজেএসসি সংক্রান্ত সেবা যেমন ঃ অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, কোম্পানি নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, অনলাইনে প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রভৃতি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বেসরকারীখাত এ ডেস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে কম সময়ে ও স্বল্প খরচে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাচ্ছেন বিধায় এর ভূয়সী প্রশংসা করছে। এ হেল্প ডেস্ক থেকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারী তাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি খুঁজে পাবেন। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে ই-টিন সেবা প্রদানের কার্যক্রম চালুর জন্য ডিসিসিআই এনবিআরের নিকট আবেদন জানিয়েছে। আমরা আশা করি **শিল্প মন্ত্রণালয় ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন**। বিশেষ করে শিল্প মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে ইন্ডাস্ট্রি সার্পোট সার্ভিস-এর বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

মাননীয় মন্ত্রী,

আজকের এ সভা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর নব-নির্বাচিত পর্ষদকে সময় দানের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দেশে শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পক্ষ হতে যে কোন প্রকার সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং